W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 118 /WBHRC/SMC/2018

Date: 25. 09. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Eaisamay,' a Bengali daily dated 23.09.2018, the news item is captioned ' রোগী মৃত্যুর পর মারধর ডাক্তারকে'.

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to look into the matter and to furnish a report by 30th October, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

রোগীমৃত্যুর পর মারধর ডাক্তারকে

এই সময়, আসানসোল: এক রোগীর মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে জুনিয়র চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ উঠল মৃতের পরিজনদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রহৃত চিকিৎসকের নাম বিনীত গর্গ। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ হাসপাতালে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রাতেই জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ শনিবার বিকেল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

আসানসোল উত্তর থানার সেনর‍্যালের বি ব্লকের বাসিন্দা রামপ্রবেশ প্রসাদ (৫৫) গত বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে সেদিন সকালে তাঁকে আসানসোল জেলা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেল মেডিক্যাল ওয়ার্ডের চিকিৎসক নীলাঞ্জন

আসানসোল

চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ভর্তি হয়েছিলেন রামপ্রবেশ। হাসপাতালের চিকিৎসায় তেমন ভাবে সাড়া না দেওয়ায় তাঁকে পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে যেতে বলা হয়। রোগীর বাড়ির সদস্যদের বলা হয়, তাঁরা যেন তাড়াতাড়ি রামপ্রবেশকে নিয়ে যান। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, বাড়ির লোকেরা তাঁকে বর্ধমানে নিয়ে যাননি। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার পরে রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে যায়। রাত আটটার সময় তাঁকে ওয়ার্ডে দেখতে আসেন জুনিয়র ডাক্তার বিনীত গর্গ। তিনি রামপ্রবেশকে দেখে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরেই রোগীর পরিজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা ওই চিকিৎসককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিজনদের বক্তব্য, চিকিৎসায় গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে।

বিতণ্ডা চলার সময় আচমকাই একজন ওই চিকিৎসকের জামার কলার ধরে ঘুঁসি মারেন। এই ঘটনার জেরে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সুপার, সহকারী সুপার-সহ অন্যান্য চিকিৎসকরা ছুটে আসেন। হাসপাতালে আসে পুলিশ। প্রহৃত চিকিৎসক পুরো ঘটনা লিখিত ভাবে সুপারকে জানান। তার ভিত্তিতেই সুপার রোগীর পরিবারের সদস্যদের নামে আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। রাত বারোটার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেন। সুপার নিখিলচন্দ্র দাস বলেন, 'রোগীর অবস্থা ভর্তির সময় থেকেই খারাপ ছিল। তাই রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু, নিয়ে যাওয়া হয়নি।' মৃতের বড় ছেলে বিবেক প্রসাদ বলেন, 'আমার ছোট ভাই এ কাজ করেছে। এটা করা উচিত হয়নি।'